Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 20-07-2026 16:53 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ২০ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪০৩ সংখ্যা ।। ৪পাতা

পিএসসির মাধ্যমে পঞ্চায়েতে হবে ১১ হাজার নিয়োগ, জানালেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

অ্যাপেই মিলবে অ্যাম্বুল্যান্স, বুকিংয়ের আগেই দেখতে পাবেন ভাড়া! রোগীস্বার্থে বিশেষ পরিকল্পনা রাজ্যের

‘যুদ্ধের ইরানে সফর নয়, থাকলে অবিলম্বে দেশ ছাড়ুন’, ভারতীয়দের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দূতাবাসের

১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে বাংলা বাধ্যতামূলক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।এদিন বেলা ১১টায় অধিবেশন শুরু হতেই মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর লেখা একটি চিঠি পাঠ করে শোনান। রবিবার হাওড়ায় আমুল কারখানার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়েছিলেন, বাংলা ভাষার প্রসার নিয়ে অমিত শাহর একটি চিঠি তাঁর হাতে এসেছে, যা তিনি সোমবার বিধানসভায় পড়বেন। সেই প্রতিশ্রুতি রেখেই এদিন চিঠিটি পাঠ করেন মুখ্যমন্ত্রী।চিঠিতে বাংলা ভাষার দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে সরকারি কাজের ক্ষেত্রে এই ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই পরামর্শ মেনেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, দাপ্তরিক চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে থানার কাজেও এবার থেকে বাংলা ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনীয় নথিপত্রের সঠিক অনুবাদের জন্য সরকার হাতে নিয়েছে দেড় মাস সময়, তারপরই কার্যকর হবে নতুন নিয়ম।চিঠিতে অমিত শাহর আরও একটি প্রস্তাব ছিল, কেন্দ্র-রাজ্য যোগাযোগে ইংরাজির বদলে হিন্দি ব্যবহারে জোর দেওয়া হোক, এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রের রাজভাষা বিভাগের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হোক। এই প্রস্তাবও গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রকে পাঠানো চিঠিপত্র এখন থেকে ইংরাজির পরিবর্তে হিন্দিতে লেখা হবে।বিধানসভায় উপস্থিত সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু জানান, অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি নিজেই অমিত শাহকে জানিয়েছিলেন, বিধানসভার কাজকর্ম সম্পূর্ণ বাংলায় করার ইচ্ছার কথা। সেই ইচ্ছা এবার পূরণ হল বলে মন্তব্য করেন তিনি এবং অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি।এদিন বেলা ১১টায় অধিবেশন শুরু হতেই মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর লেখা একটি চিঠি পাঠ করে শোনান।

নেতা-কর্মীর অনৈতিক কাজ বরদাস্ত নয়

শাহী নির্দেশের পরই কোর কমিটির বৈঠকে বিজেপি

নয়া জামানা ঃ রাজ্য সফর সেরে দিল্লি ফেরার পথে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে গেলেন; সরকার ও দলের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে, নিচুতলার সংগঠনকে মজবুত করতে হবে, আর সরকারের কাজের সুফল পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর এই নির্দেশের পরই রবিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাসভবনে বসে বিজেপির কোর কমিটির দীর্ঘ বৈঠক।সন্ধ্যায় শুরু হওয়া এই বৈঠক গড়ায় রাত পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল ও অমিত মালব্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং শশী অগ্নিহোত্রী-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বৈঠকে দলীয় সংগঠন ও আগামী কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে শৃঙ্খলা প্রশ্নে। ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নিয়ে নেতা-কর্মীদের কোনওরকম অনৈতিক কাজকে বরদাস্ত না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বার্তা শুধু রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, জেলাস্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর দলের কোনও নেতা বা কর্মী যদি হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করেন, বা ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তোলাবাজি অথবা সিন্ডিকেট গড়ার চেষ্টা করেন, তা হলে দল কঠোর পদক্ষেপ নেবে। এই বিষয়টি সব স্তরের নেতা-কর্মীদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হবে।এছাড়া, হঠাৎ করে দলে যোগ দেওয়া ব্যক্তিদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। প্রশাসনিক দায়িত্ব ও সাংগঠনিক কাজের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টেনে দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় কীভাবে বজায় রাখা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বিশদে।দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এর আগে একাধিকবার বলেছেন, রাজ্যের ভোট-সংস্কৃতি বদলানোর প্রতিশ্রুতি নিয়েই মানুষ তাঁদের ভোট দিয়েছেন, তাই ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলের পুরনো সংস্কৃতিতে গা ভাসানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। রবিবারের বৈঠকেও এই অবস্থানকে সামনে রেখে আগামী দিনের রাজনৈতিক কৌশল ও সাংগঠনিক রূপরেখা ঠিক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 20-07-2026 16:53 Page 2

এবার ভারতেই মিলবে ডেঙ্গুর টিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই) তাকেদা বায়োফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের কিউডেঙ্গা -কে বাজার আনার অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে ভারত প্রথম ডেঙ্গু টিকাকে অনুমোদিত করেছে ।

ডিসিজিআই-এর এই পদক্ষেপ দেশের এই মশাবাহিত রোগ মোকাবিলার অন্যতম বড় প্রচেষ্টা। কিউডেঙ্গা ৪ থেকে ৬০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য অনুমোদন পেয়েছে। জানা গিয়েছে, কোনও ব্যক্তি পূর্বে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তা নির্বিশেষে এই টিকা দেওয়া যেতে পারে এবং এর জন্য টিকা দেওয়ার আগে কোনও পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। এর ফলে ডেঙ্গু-প্রবণ অঞ্চলগুলিতে এই টিকার প্রয়োগ আরও সহজতর হবে। মানি কন্ট্রোল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাকেদা-র ইন্টারকন্টিনেন্টাল মার্কেটস-এর প্রধান মহেন্দ্র নায়েক জানিয়েছেন, ২০২২ সালে চালু হওয়ার

পর থেকে কিউডেঙ্গা ৪৩টি দেশে অনুমোদন পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী ৩ কোটি ২০ লক্ষের বেশি ডোজ বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, শেষ সাত বছরের তথ্য অনুযায়ী কিউডেঙ্গা ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপের ক্ষেত্রেই সংক্রমণ এবং ডেঙ্গু-জনিত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া থেকে সুরক্ষা প্রদান করেছে। বিশ্বজুড়ে পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তাকেদা-কে এই অনুমোদন দিয়েছে ভারত সরকার। ডেঙ্গু-প্রবণ এবং ডেঙ্গু-অপ্রবণ উভয় অঞ্চল জুড়ে ২৮ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর উপর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল মিলিয়ে মোট ১৯টি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভারতে পরিচালিত তৃতীয় পর্যায়ের ডেন-৩০২ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফলও রয়েছে। যেখানে ৪ থেকে ৬০ বছর বয়সী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে টিকাটির সুরক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়েছিল। তাকেদা জানিয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডেঙ্গু-প্রবণ অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য কিউডেঙ্গা-কে সুপারিশ করেছে এবং উচ্চ সংক্রমণযুক্ত এলাকায় টিকাদানের আগে স্ক্রিনিং ছাড়াই গণ টিকাদান করা যাবে বলে জানিয়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, ভ্যাকসিনটি হু-র গুণমান, সুরক্ষা এবং কার্যকারিতার আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে। এর ফলে এটি ইউনিসেফ এবং প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেশন -এর মতো বিশ্ব সংস্থাগুলির কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, তাকেদা কিউডেঙ্গা -এর উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য ভারতীয় ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা বায়োলজিক্যাল ই -এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ২০২৪ সালে ঘোষিত এই দুই সংস্থার যৌথ উদ্যোগের ফলে বায়োলজিক্যাল ই-তে বার্ষিক ৫ কোটি ডোজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এই দশকের শেষে প্রতি বছর ১০ কোটি ডোজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে তাকেদা।

৩০ সেকেন্ডে ১৯৫ বার চুমু!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ফুটবলপাগল ব্রাজিলের আপামর জনতার যখন বুক ফাটছে, ঠিক তখনই আসরে নামলেন এই যুগল। তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন, ফুটবলাররা গোল করতে না পারলে কী হবে, ভালোবাসার মাঠে তাঁরা ঠিকই গোলপোস্ট কাঁপিয়ে দিতে পারেন !বিশ্বকাপের মাঠ থেকে খালি হাতে বিদায় নিয়েছে দল। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন নেইমার-ভিনিসিয়াসরা। ট্রফি তো দূর অস্ত, হেক্সা জয়ের স্বপ্ন আবারও বিশ বাঁও জলে! ফুটবলপাগল ব্রাজিলের আপামর জনতার যখন বুক ফাটছে, ঠিক তখনই আসরে নামলেন এই যুগল। তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন, ফুটবলাররা গোল করতে না পারলে কী হবে, ভালোবাসার মাঠে তাঁরা ঠিকই গোলপোস্ট কাঁপিয়ে দিতে পারেন! ফুটবল মাঠের দুঃখ ভুলে, বুট জোড়া তুলে রেখে, তাঁরা মেতে উঠলেন চুমুর খেলায়। আর তাতেই বাজিমাত! মাত্র ৩০ সেকেন্ডে গুনে গুনে ১৯৫ বার চুমু খেয়ে গিনেস বুক ওলটপালট করে দিলেন ব্রাজিলের রেনাতো বায়মা গাইয়া এবং নাইয়ারা রবার্তা রিবেরো দে মারিন্স। আন্তর্জাতিক চুম্বন দিবসে ট্রফি না পাওয়ার সব কষ্ট যেন এক নিমেষে ধুয়ে মুছে গেল এই অভিনব বিশ্বরেকর্ডে !পেশায় দুজনেই ডাক্তার। করোনা মহামারীর কঠিন সময়ে ফ্রন্টলাইনে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এবার প্রেমের ময়দানেও জুটি বেঁধে ছক্কা হাঁকালেন। তাঁদের দাবি, তাঁরাই বিশ্বের সেরা যুগল। আর সেই দাবিকে সিলমোহর দিতেই এই অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ বেছে নেওয়া। ঠিক কী করলেন তাঁরা? গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সামনে ৩০ সেকেন্ডে গুনে গুনে ১৯৫টি চুমু

খেলেন রেনাতো। তবে নাইয়ারার ঠোঁটে নয়, তাঁর গালেই একের পর এক চুমু আঁকলেন রেনাতো। আর নাইয়ারা? তিনি স্রেফ মিষ্টি হেসে বসে রইলেন। রেনাতোর গায়ে তখন তাঁর প্রিয় ফুটবল দল 'সাও জোসে ই.সি'-র জার্সি।৩২ বছরের রেনাতো এবং ৩৩ বছরের নাইয়ারা গত দেড় বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। তবে রেনাতোর কাছে রেকর্ড গড়াটা নতুন কিছু নয়। তিনি আসলে রেকর্ড ভাঙার নেশাতেই বুঁদ। এর আগেও দ্রুততম সময়ে ১০টি বই সাজানো এবং ফেলে দেওয়ার রেকর্ড রয়েছে তাঁর মুঠোয়। রয়েছে পুরুষদের মধ্যে সবথেকে বেশি পা ঘোরানোর রেকর্ডও। এই নতুন রেকর্ডের পর রেনাতোর দাবি, তিনিই এখন ব্রাজিলের সবথেকে বেশি বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। তবে এবার তিনি একা নন, নিজের রেকর্ড-যাত্রায় সঙ্গী করেছেন প্রেমিকা নাইয়ারাকেও।তায়কোয়ান্দোতে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া রেনাতো আসলে একজন 'জিততে চাওয়া' মানুষ। তিনি বোন ম্যারো ডোনার। পাশাপাশি তিনি এডিএইচডি -তে আক্রান্ত। রেনাতো মনে করেন, এডিএইচডি থাকা সত্ত্বেও মানুষ চাইলে সব করতে পারে।

ভারতের এই গ্রামে রাতে আকাশ থেকে পড়ে পাখি!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রকৃতিতে এমন কিছু রহস্য থাকে যা বিজ্ঞানও সহজে সমাধান করতে পারে না। তেমনই একটি নজির রয়েছে অসমে। ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যে এক অদ্ভুত ও রহস্যময় জায়গা রয়েছে। অসমের ডিমা হাসাও জেলার পাহাড়ে ঘেরা একটি ছোট্ট সুন্দর গ্রাম হল জাতিঙ্গা। বছরের বাকি সময় এই গ্রামটি অন্য পাঁচটা পাহাড়ি গ্রামের মতোই শান্ত থাকে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে এখানে এমন এক ঘটনা ঘটে, যা পুরো পৃথিবীর মানুষকে অবাক করে দেয়। কী এই রহস্য? প্রতি বছর বর্ষাকালের শেষে, বিশেষ করে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে জাতিঙ্গা গ্রামের আকাশ এক অদ্ভুত রূপ নেয়। এই সময়ে, বিশেষ করে মেঘলা বা কুয়াশায় ঢাকা অমাবস্যার রাতে, আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি মাটিতে পড়ে যেতে শুরু করে।সাধারণত সন্ধে ৬টা থেকে রাত সাড়ে ৯টার মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটে। পাখিগুলো খুব দ্রুত গতিতে উড়ে এসে ঘরের ছাদ, গাছপালা বা বাঁশঝাড়ে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে যায়। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পাখিগুলো কিন্তু ইচ্ছে করে মরতে আসে না। মনে হয় যেন তারা হঠাৎ করে তাদের চোখের দৃষ্টি বা ওড়ার দিক হারিয়ে ফেলেছে।এই ঘটনাটি পুরো গ্রামে ঘটে না। মাত্র দেড় কিলোমিটারের একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই পাখিগুলো এসে পড়ে। এর বাইরে সব স্বাভাবিক থাকে। যে পাখি গুলো রাতে এসে পড়ে, তারা কিন্তু

নিশাচর নয়। মাছরাঙা, বক, ফিঙে সহ প্রায় ৪০টি প্রজাতির পাখি, যারা সাধারণত দিনের আলোয় চলাফেরা করে, তারা এই ঘটনার শিকার হয়। দেখা গিয়েছে, বয়স্ক পাখিদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ছোট বা কম বয়সী পাখিরাই এভাবে বেশি পড়ে যায়।বহু বছর আগে স্থানীয় আদিবাসীরা মনে করতেন, কোনও ভূত বা অশুভ শক্তি আকাশ থেকে নেমে এসে তাদের ওপর রাগ দেখাচ্ছে। এই ভয়ে তারা রাতে ঘর থেকে বের হতেন না। তবে ১৯৬০-এর দশকে বিজ্ঞানীরা প্রথম এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি কোনও অলৌকিক ঘটনা বা পাখিদের 'আত্মহত্যা' নয়। আসলে এই সময়ে পাহাড়ে প্রচণ্ড কুয়াশা থাকে এবং জোরে বাতাস বয়। কম উচ্চতায় ওড়ার সময় পাখিরা কুয়াশার কারণে দিক হারিয়ে ফেলে। তখন গ্রামের ঘরবাড়ির উজ্জ্বল আলো দেখে তারা সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং কুয়াশার মধ্যে দেওয়ালে বা গাছে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। অনেকে আবার মনে করেন, এই অঞ্চলের মাটির ভেতরের কোনো চৌম্বকীয় পরিবর্তনের কারণে পাখিদের দিক চেনার ক্ষমতা সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে যায়।কীভাবে যাবেন জাতিঙ্গা? অসমের একমাত্র পাহাড়ি শহর হাফলং থেকে জাতিঙ্গা মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর হল গুয়াহাটি। সেখান থেকে জাতিঙ্গার দূরত্ব প্রায় ৩০০ কিলোমিটার। বিমানবন্দর থেকে গাড়ি ভাড়া করে নেওয়া যায়। চাইলে গুয়াহাটি বা লামডিং থেকে ট্রেনে চড়ে সরাসরি 'হাফলং হিল' স্টেশনে নেমে যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে জাতিঙ্গা যাওয়ার জন্য সবসময় ট্যাক্সি বা অটো পাওয়া যায়। অসমের মূল শহরগুলো থেকে হাফলং যাওয়ার সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা রয়েছে। বাস বা ব্যক্তিগত গাড়িতে করেও এখানে যাওয়া সম্ভব।যদি আপনি এই সময়ে জাতিঙ্গা বেড়াতে যান, তবে মনে রাখবেন এটি একটি সংবেদনশীল প্রাকৃতিক ঘটনা। তাই সেখানে গিয়ে পাখিগুলোকে বিরক্ত করবেন না এবং স্থানীয় প্রশাসন ও বন দপ্তরের নিয়মকানুন মেনে চলবেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 20-07-2026 16:53 Page 3

অভিষেকের ছবিতে ডিম-জুতোর মালা, প্রতিবাদে বিজেপি

সীতারাম মুখোপাধ্যায়,নয়া জামানা ,দুর্গাপুর ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে একের পর এক ডিম ছুঁড়ে ও জুতোর মালা পরিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাল বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। সোমবার দুর্গাপুরের সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচির করে বিজেপি।

বিজেপির অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ২০৩১ সালে বিজেপি ক্ষমতা থেকে চলে গেলে রাজ্যের বিজেপির সমস্ত কার্যালয় গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। উস্কানিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে জুতোর মালা পরানো হয় এবং একের পর এক ডিম ফাটানো হয়।বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি, এই ধরনের বক্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে অশান্ত করে তুলছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেলা সম্পাদক স্বাধীন রায় বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের উস্কানিমূলক কথাবার্তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাই তাঁর ছবিতে ডিম নিক্ষেপ করেছি এবং জুতোর মালা পরিয়ে প্রতীকী

বিক্ষোভ দেখিয়েছি। আগামী দিনেও যদি এই ধরনের উল্টোপাল্টা মন্তব্য করা হয়, তাহলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব।

বিশ্বের প্রায় ২০০০ শিশুকে নিয়ে বিশেষ রথযাত্রা মায়াপুর ইসকনে

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, কৃষ্ণগঞ্জ ঃ গত বৃহস্পতিবার গোটা দেশজুড়ে রথযাত্রা পালন করা হয়। নদীয়ার মায়াপুর ইসকন তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিবছর ধুমধাম করে গোটা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমন্বয়ে রথযাত্রা পালিত হয় মায়াপুর ইসকনে।প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে রাজাপুর নিজের বাড়ি থেকে জগন্নাথ সুভদ্রা এবং বলরাম রথে করে তার মাসির বাড়ি অর্থাৎ মায়াপুর ইসকনের প্রধান কেন্দ্রে আসেন। আর এই রথযাত্রা দর্শনের জন্য গোটা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তরা উপস্থিত হয় মায়াপুর ইসকনে। এবারও ধুমধাম করে পালিত হয় সেই রথযাত্রা। গত বৃহস্পতিবার রথযাত্রা পালিত হলেও শিশুদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে মহতী উদ্যোগ নেয় মায়াপুর ইসকন। রবিবার গোটা বিশ্বের প্রায় ২০০০ শিশুদের নিয়ে একটি বিশেষ রথ যাত্রার আয়োজন করা হয়। মূলত ছোট থেকেই শিশুদের জগন্নাথ দেবের প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং সনাতন ধর্ম সম্পর্কে অবগত করতে এই বিশেষ রথ যাত্রার আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, পরমেশ্বর ভগবান জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শিশুদের জন্য এই ১৯শে জুলাই তারিখে রথ যাত্রার আয়োজন করা হয়। গোটা বিশ্বের প্রায় ২০০০ শিশুরা এখানে উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ভারতীয় যে সংস্কৃতি এবং সনাতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই উদ্যোগ।

সীমান্তে পুলিশের কড়া অভিযান, ২২টি বালি ও পাথর বোঝাই ডাম্পার আটক

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, রামপুরহাট ঃ ঝাড়খণ্ড-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে অবৈধভাবে বালি ও পাথর পরিবহনের অভিযোগে বড়সড় অভিযান চালাল রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ। এদিন ভোররাতে রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও)-র নেতৃত্বে সীমান্তবর্তী সুড়িচুয়া এলাকায় বিশেষ নাকা তল্লাশি চালানো হয়। সেই অভিযানে মোট ২২টি ডাম্পার আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই বালি বোঝাই এবং কয়েকটি পাথর বোঝাই ডাম্পার রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের সময় একাধিক ডাম্পার প্রয়োজনীয় নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত বালি বহন করছিল বলে অভিযোগ। অভিযানের সময় সন্দেহজনক গাড়িগুলিকে থামিয়ে নথিপত্র পরীক্ষা করা হলে বিভিন্ন অসঙ্গতি ধরা পড়ে।এরপরই সমস্ত ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করে রামপুরহাটে নিয়ে আসা হয়। আটক হওয়া গাড়িগুলির চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি গাড়ির বৈধ কাগজপত্র, বালি ও পাথর পরিবহনের অনুমতিপত্র, রয়্যালটি সংক্রান্ত নথি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিও

খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তে কোনও ধরনের অনিয়ম বা আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিরোধী শিবিরের দাবি, সীমান্ত দিয়ে অবৈধ বালি ও পাথর পাচারের সঙ্গে জড়িত গোটা চক্রকে চিহ্নিত করে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চলছে এবং তদন্তে যে তথ্য সামনে আসবে, সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বজ্রপাতে মৃত্যু ১,জখম দুই শিক্ষিকা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাতের জেরে মুর্শিদাবাদে একের পর এক দুর্ঘটনা। সুতি ও রঘুনাথগঞ্জে পৃথক ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির, আহত হলেন আরও পাঁচ জন। মৃত ও আহত সকলকেই জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুতি থানার সরলা-কিশোরপুর এলাকায় জমিতে ধান পুড়তে গিয়েছিলেন কয়েক জন। সেই সময় আচমকাই প্রবল বজ্রপাত হয়। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন কার্তিক মণ্ডল (৪০)। তাঁকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।একই ঘটনায় আহত হন নয়ন মণ্ডল, অনন্ত মণ্ডল এবং মিঠুন মণ্ডল। তিনজনই বর্তমানে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।অন্যদিকে, একই সময়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওমরপুর পাবলিক স্কুলেও বজ্রপাতের তীব্র শব্দ ও বিদ্যুতের ঝলকানিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় স্কুলে কর্তব্যরত দুই শিক্ষিকা সুলতানা পারভীন ও মতিজা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদেরও দ্রুত জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বজ্রপাতের তীব্র অভিঘাত ও বিদ্যুতের ঝলকানির জেরেই তাঁরা আহত হন।দুই পৃথক ঘটনায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি আহত পাঁচজনের চিকিৎসা চলছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই এলাকাতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তুমুল বৃষ্টিতে ভাসছে কলকাতা সহ একাধিক জেলা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সপ্তাহের শুরুতেই জেলায় জেলায় দুর্যোগের ঘনঘটা। দুপুরের পরেই আকাশ কালো করে ঝেঁপে নামল বৃষ্টি। একটানা তুমুল বৃষ্টির জেরে জল জমল বিস্তীর্ণ এলাকায়।সোমবার দুপুরেই তুমুল বৃষ্টিতে ভাসছে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ একাধিক জেলা। দিনভর কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।আগামিকাল, মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি রয়েছে।আগামিকাল, বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং বৃহস্পতিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।আগামী শুক্রবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর,

ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে।অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে আজ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহে। আগামিকাল, মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। এরপর উত্তরবঙ্গে তুমুল বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির দাপট কমবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 20-07-2026 16:53 Page 4

আলিপুরদুয়ারের আদিবাসী অধ্যুষিত পানিঝোড়া

বাংলার প্রথম বইগ্রাম

একমাত্র শিক্ষাই পারে তমসা ঘুচিয়ে দিতে। অদম্য সংগ্রামের প্রতীক নেলসন ম্যান্ডেলার কথা ধার করে বলতে হয়, শিক্ষা হল এমন এক হাতিয়ার যার সাহায্যে পৃথিবীকে পাল্টে ফেলা সম্ভব। এমনই এক বদলে দেওয়ার ব্রত নিয়েছে 'আপনকথা' নামের একটি সংগঠন। তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতা করছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন।

কর্মযজ্ঞ চলছে পানিঝোড়ায়।রাভাভাতখাওয়ার পানিঝোড়া-ই সম্ভবত বাংলার প্রথম বইগ্রাম । মহারাষ্ট্রের ভিলার ও কেরলের পেরুকালেমের পর পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার পানিঝোড়ায় তৈরি হয়েছে বইগ্রাম , বাংলায় প্রথম তথা ভারতের তৃতীয় বইগ্রাম এটি। বইকে ঘিরে আশায় বুক বাঁধছে গোটা পানিঝোড়া।মহারাষ্ট্রের ভিলার ও কেরলের পেরুকালেমের পর পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার পানিঝোড়ায় তৈরি হয়েছে বইগ্রাম, বাংলায় প্রথম তথা ভারতের তৃতীয় বইগ্রাম এটি।বইগ্রামের সম্পাদক পার্থ সাহা বঙ্গদর্শন.কম-কে বলেন, ভারতের যে দুটি বইগ্রাম রয়েছে, তারা কমিউনিটি লাইব্রেরি নির্ভর। সেখানকার বইগ্রামের উদ্দেশ্য আলাদা আর বাংলার বইগ্রামের উদ্দেশ্য আলাদা।

পার্থ দমনপুর হাই স্কুলের শিক্ষক। পার্থই সতীর্থদের কথা জানালেন, 'আপনকথা' সংগঠনের সভাপতি লোক সংস্কৃতি গবেষক ও লেখক মঙ্গলত্ন প্রমথনাথ, পানিঝোড়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত বর্মন বইগ্রাম গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। গ্রামবাসীদের মধ্যে পারুল মিনজ, শিবানী টোপ্পো, ফ্রান্সিস টোপ্পো, রুনা নার্জিনারিরা এগিয়ে এসেছেন। আলিপুরদুয়ার ও জেলার বাইরের মানুষ নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ও জেলাশাসক আর বিমলার তরফেও মিলেছে সহযোগিতা। পশ্চিমবঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আলিপুরদুয়ারের উত্তর মেন্দাবাড়িতে ছড়িয়ে রয়েছে রাভাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও অন্যান্য।

এখন সাড়া জাগানো এই বইগ্রাম নিয়ে গ্রামবাসীদের মনে উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছে।প্রায় তিন বছরের পরিশ্রম সফলতার মুখ দেখেছে ২০২৪ সালের অগাস্টে। অনুষ্ঠানিকভাবে বইগ্রামের উদ্বোধন হয়েছে ২০২৪ সালের ৩১ অগাস্ট। পার্থ জানালেন, কাজ চলছিল প্রায় তিন বছর ধরে। যখন পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলে বদলি হয়ে আসি, তখন দেখি শুধু পানিঝোড়াতেই স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা সতেরো জন। তাদের ফের স্কুলমুখী করতে গিয়ে কাজ শুরু হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের সমস্যা শোনার চেষ্টা করি। আশপাশের বিভিন্ন জায়গায়

আমরা ছোটো ছোটো পনেরোটা কর্ণার লাইব্রেরি তৈরি করি। তারপর শুরু হল ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি।

আমার নিজের গাড়িকে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরিতে পরিণত করি। আমাদের সংগঠন রয়েছে 'আপনকথা'। আপনকথা সংগঠনের পক্ষ থেকে পনেরো দিন পর পর আমরা ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি নিয়ে গ্রামে যেতাম। ওরা বই নিত। এই লাইব্রেরির কর্মসূচির নাম 'আলোকবর্তিকা'। পরবর্তীকালে বইগ্রাম তৈরি হল। এখন বইগ্রামে আরও পনেরোটা ছোটো লাইব্রেরি রয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে ছোটো লাইব্রেরি রয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার তৈরি হয়েছে। তাতে তিনটি আলমারি আছে, একটিতে রয়েছে গ্রামের বাচ্চাদের বিভিন্ন ক্লাসের 'রেফারেন্স' বই (অ্যাকাডেমিক বই)। অন্য দুটিতে আছে যথাক্রমে চাকরির পরীক্ষার বই ও অবসর বিনোদনের জন্য নন-ফিকশন, ফিকশন বই। গ্রামে এখন পড়ুয়ার সংখ্যা ৬৫-৭০ জন। তারা বিভিন্ন ক্লাসে পড়ে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিনামূল্যে কোচিং চালু করার কথাও ভাবা হচ্ছে। আপাতত পানিঝোড়া বইগ্রামকে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে নেওয়া হয়েছে।বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ঘন জঙ্গলের মধ্যে থাকা পানিঝোড়া, আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। আটটি জনজাতির মানুষ থাকেন সেখানে। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় এবং আর্য, ভারতের চার বংশের মানুষই থাকেন পানিঝোড়ায়।

পানিঝোড়ার নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। সেখানে বইয়ের দোকান তো দূরস্থ, কোনও দোকানই নেই। পার্থড় কথায় বইগ্রামের মূল উদ্দেশ্য, তওরা (পড়ুয়ারা) বইটা দেখুক। বিভিন্ন রকম বই দেখে বড়ো হোক। তার জন্যেই কমিউনিটি লাইব্রেরি গড়ে তোলা।গ্রামের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া (ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার), এদের শিক্ষামুখী করা ও বইমুখী করাই বইগ্রামের উদ্দেশ্য বলে জানা যায়। কারণ এই অঞ্চলের বাচ্চারা একটু পড়াশোনা করার পরই বিভিন্ন রকম কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কেউ দোকানে কাজ করতে ঢুকে পড়ে, কেউ কেউ শ্রমিক হিসাবে অন্যত্র কাজ করতে চলে যায়।

এটাকে আটকে, তাদের বইমুখী করা বইগ্রামের মূল লক্ষ্য। যাতে তারা শ্রমিকে পরিণত না হয় বা পাচার না হয়ে যায়। মানবপাচার রোখার চেষ্টাও করছে বইগ্রাম।নানান কর্মসূচি রয়েছে বইগ্রামের।

ফি রবিবার পড়ুয়াদের নিয়ে বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। পার্থবাবুরা যার নাম দিয়েছেন 'মজার মুলুক'। যে, যা বই পড়ল তা নিয়ে খেলার ছলে, মজার ছলে আলোচনা হয় মজার মুলুকে। কোন বই পড়া হল, বইয়ের কোনটা ভালো লেগেছে এসব নিয়েই কথা বলে পড়ুয়ারা। পার্থ বলছিলেন, তওরা আসে গল্প করে। নিজের মতো গল্প বলে। ওরা গল্প তৈরি করে। ছবি আঁকে। কেউ আঁকতে পারলে আমরাই রং পেন্সিল দিয়ে দিই। পাশাপাশি রয়েছে কম্পিউটার শেখার ক্লাস, স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস।

স্বাধীনতার এত বছর পর বইগ্রামের উদ্যোগের মাধ্যমে পানিঝোড়ায় কম্পিউটার এসেছে। খেলাধুলো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আছে। এগুলোর প্রতি আগ্রহ তৈরি এবং ওদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্যে যাবতীয় কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।গ্রামে এখন পড়ুয়ার সংখ্যা ৬৫-৭০ জন। তারা বিভিন্ন ক্লাসে পড়ে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিনামূল্যে কোচিং চালু করার কথাও ভাবা হচ্ছে। আপাতত পানিঝোড়া বইগ্রামকে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে নেওয়া হয়েছে। অন্তত এক বছর চলার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপের চিন্তাভাবনা করবেন পার্থ ও তাঁর সতীর্থরা।পানিঝোড়ায় ৪৮ জন প্রবীণ মানুষ রয়েছেন, যাঁদের একেবারেই অক্ষরজ্ঞান নেই। তাঁদের অন্তত নিজেদের নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা লেখা শেখানোর লক্ষ্যে ব্রতী হয়েছেন পার্থবাবুরা। তাঁদের স্লেট দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই আট জন লেখা শিখেও ফেলেছেন। এই কাজে গ্রামের ২৬ জন স্বেচ্ছাসেবক আছে। যারা উঁচু ক্লাসে পড়ে, তারাই শিক্ষক হয়ে প্রবীণদের শেখাচ্ছে। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে যাঁরা প্রথম নিজেদের নাম লিখতে শেখা; কুল বাহাদুর ছেত্রি, নিমলি মারাথ সহ এমন পাঁচজন প্রবীণ মানুষের হাতে বইগ্রামের উদ্বোধন হয়েছে। তাঁরা নিজেদের নাম লেখা স্লেট ধরে দাঁড়িয়ে বইগ্রামের শুভারম্ভ করেছেন।একই সঙ্গে গোটা গ্রামকে সাজানো হচ্ছে। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে বইকে কেন্দ্র করে স্লোগান লেখা হয়েছে। স্লোগান লেখার ক্ষেত্রে তিনটি ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বাংলা, ইংরেজি ও (স্থানীয় ভাষা) সাদ্রি। কেবল বাড়ি নয়, বাড়ির সামনের দেওয়ালকে ব্যবহার করা হয়েছে স্লোগান লেখার জন্য।

পাশাপাশি প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে বইকে 'থিম' হিসাবে বেছে নিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রামজুড়ে ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। পার্থ আশাবাদী, পাঁচ বছর পর গোটা গ্রাম ফুলের গাছে ভর্তি হয়ে যাবে। গ্রামের প্রতিটা বাড়ির সামনে রয়েছে ডাস্টবিন। গ্রামবাসীরা এখন প্লাস্টিক ডাস্টবিনেই ফেলেন। সবুজ ও পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসাবে পানিঝোড়াকে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই গ্রামের যুব সমাজ পুরোপুরি তামাক মুক্ত। আলিপুরদুয়ার প্রশাসন শীঘ্রই অনুষ্ঠানিকভাবে এই গ্রামকে তামাক মুক্ত গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করতে চলছে। বইকে কেন্দ্র করে পর্যটন গড়ে উঠেছে। বইপ্রেমী মানুষেরা বিভিন্ন সময় আসছেন। চারটে হোম-স্টে রয়েছে পানিঝোড়ায়। গ্রামের মানুষেরা হোম-স্টেগুলো চালান।

কার্যত বইকে ঘিরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এক প্রান্তিক এলাকা। শিক্ষার আলো পৌঁছাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি, পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে। পর্যটন ব্যবসা উজ্জীবত হচ্ছে। মানুষের অর্থের সংস্থান হচ্ছে। স্কুলছুট আর মানবপাচারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসছে পানিঝোড়া। গ্রামের কিশোর-কিশোরীরা; যারা শ্রমিকে পরিণত হত, তারা এখন বই তুলে নিচ্ছে হাতে। ইংরেজিতে কথা বলা শিখছে। নাচ, গান করছে, ছবি আঁকছে। এক কথায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটছে। সত্যি সত্যি এ যেন স্বপ্নউড়ানের রূপকথা। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।